বিবস্ত্রা

(নাটক)

পুষ্পেন সরকার

প্রকাশক
পুষ্পেন সরকার
যশোহর

মূল্য—বারো আনা

প্রিণ্টার—করালীচরণ গাঙ্গুলী
"নরেন্দ্র প্রেস"
৬০, গোপীমোহন দত্ত লেন, কলিকাতা

উৎসর্গ

পিতৃদেব

ধরার কালিমা হতে দূরে
কোন অলকানন্দা পুরে,
জানিনাকো পিতা পৃথিবীর কথা
পৌঁছে কি সেই পুরে ?
তবু মনে হয় তব পরশন
হৃদয়ের পাশে জাগে শিহরণ,
বাণী ভাষা পায় আনে জাগরণ
স্মরণের স্মৃতি দ্বারে।
সেই ভাষা দিয়ে ভকতি মিশায়ে
দিতেছি অর্ঘ্য তব পদমূলে ;
তুলি নিও পিতা, দিও নাকো ফেলে
ধরণীর ধূলি পরে।
(যাহা) ধরার কালিমা হতে দূরে ॥

পুষ্পেন

নিবেদন

বাঙ্গালাদেশে বস্ত্রের যে অভাব যুদ্ধের প্রারম্ভ থেকে উপস্থিত হয়েছে এবং যার ভয়াবহ পরিণাম আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে এর সমস্ত কারণ আজ আর কারো অবিদিত নেই, বহু আলোচনা ও বক্তৃতা এ নিয়ে হয়েছেও। কিন্তু এর মধ্যে সব থেকে মর্মান্তিক হলো "চোরাবাজার" যেটা আমাদের দেশবাসির দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। আমি নিজের সামান্য অভিজ্ঞতা দিয়ে তারি একটা ছোট-খাটো ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছি মাত্র, তবে ভবিষ্যতে আশা রইলো বস্ত্রাভাবের সম্পূর্ণ বিবরণ আপনাদের সম্মুখে হাজির করা। নাট্যকার বা সাহিত্যিক আমি নই সুতরাং আমার এ নাটকে ভুল ত্রুটী সম্ভব।

আমার এ ক্ষুদ্র নাটকটি লিখতে যারা সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই আমার বন্ধুবর শ্রীস্বরাজকুমার ঘোষ ও শ্রীহেমেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী এঁদের সাহায্য এবং উৎসাহ যদি প্রথম থেকে না পেতাম তবে এ নাটক লেখা কখনো সম্ভব হ'তো না। অধ্যাপক সাধন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত পরিতোষকুমার চট্টোপাধ্যায় আমাকে সময়োচিত সাহায্য করেছেন—এঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

যশোহর
১। ।৪৫

পুষ্পেন সরকার

চরিত্র পরিচয়

পুরুষ

রতন	...	গ্রাম্য চাষী।
হারাধন	...	ঐ নাবালক পুত্র।
নীলমাধব	...	শিক্ষিত গ্রাম্য যুবক।
দীননাথ	...	নীলমাধবের পিতা।
হরবিলাস	...	মিলের বড়বাবু।
রাম পোদ্দার	...	কাপড়ের ব্যবসায়ী।
কানাইয়ালাল	...	ঐ
ঘাসিলাল	...	ঐ
দেবনাথ	...	ঐ
বেণী কুণ্ডু	...	ঐ
নিশিকান্ত	...	ঐ
বৈদ্যনাথ	...	ঐ
Mr. Sen	...	ব্যারিষ্টার।
সমর	...	শিক্ষিত ধনী যুবা।
কানু	...	কানাইয়ার কর্ম্মচারী।
রবীন	...	কাপড় বিতরণকেন্দ্রের যুবক।
হাকিম	...	উচ্চপদস্থ গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী।

চাপরাশী, জনৈক ভদ্রলোক, ডোম, কয়েকজন চাষী ও গ্রাম্য বালক-বালিকা।

স্ত্রী

মালতী	...	নীলমাধবের স্ত্রী।
কাত্ত	...	রতনের স্ত্রী।
শুক্লা	...	Mr Sen এর কন্যা।
নেলী	...	ঐ বান্ধবী।

বিবস্ত্রা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(মঞ্চের অন্ধকার হইতে নিম্নের কথাগুলি শোনা যাইবে)

১৯৪০ সাল। যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে, দেশের মধ্যে একটা উত্তেজনার ভাব বিদ্যমান। হাটে বাজারে সকল জিনিষের দাম ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে—তবে একেবারে দুর্লভ নহে।

১৯৪১-৪২ সাল। যুদ্ধ ক্রমশই সর্ব্বগ্রাসী রূপ ধারণ করিয়াছে। জিনিসের দাম চারগুণ হইতে আরম্ভ করিয়া দশগুণ বাড়িয়াছে। দাম দিয়াও ইচ্ছামত সামগ্রী পাওয়া অসম্ভব হইয়াছে। বিক্রেতারা বহু মাল ঘরে মজুত করিয়াছে এবং ইচ্ছামত দাম লইয়া অর্থের পরিমাণ মালের অনুরূপ বৃদ্ধি করিতেছে। লোকের দুর্দ্দশার আর সীমা নাই।

[এবার সামান্য আলো প্রকাশিত হইবে ও দেখা যাইবে যে একজন কাপড় বিক্রেতা বসিয়া আছে—সম্মুখে একটি বাক্স ও অল্প কয়েকখানি কাপড়, একটু নজর করলেই দেখা যায় তাহার পশ্চাৎ দিকে বড় বড় কাপড়ের পুঁটুলি রহিয়াছে।]

প্রথমে দেখা যাইবে যে একটা দরিদ্র চাষী তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল—বস্ত্র তাহার একরূপ নাই বলিলেই হয়—কোনরূপে লজ্জা নিবারণ করিয়াছে; কাপড় কিনিবার জন্য অনেক কাকুতি মিনতি করিল—কিন্তু কাপড় না পাইয়া রাগে ও দুঃখে কাঁপিতে কাঁপিতে বাহির হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ প্রবেশ করিল, সেও ঐরূপ কাকুতি মিনতি করিয়া বিদায় লইয়া গেল।

আবার একজন ধনী প্রবেশ করিল—কাপড় বিক্রেতার সহিত চুপি চুপি কথা বলিল। বিক্রেতা সাবধানে পেছনের পোটলা খুলিয়া দুখানি কাপড় বাহির করিয়া দিল, দাম লইল চারগুণ। ভদ্রলোক বাহির হইয়া গেলে দোকানী নোটগুলি সম্মুখে রাখিয়া হাসিতে লাগিল—তাহার হাসি দেখিলে মনে হয় সে যেন জীবন্ত মানুষের রক্ত শোষণ করিয়া কত আনন্দ পাইতেছে।

(মঞ্চের আলোক এবার সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইবে। প্রথমেই দেখা যাইবে যে একটী ৪, ৫ বৎসরের বালক উলঙ্গ অবস্থায় বসিয়া শীতে কাঁপিতেছে ও কাঁদিতেছে, কিছুক্ষণ পরে প্রবেশ করিল এক মধ্য-বয়স্ক চাষী—অভাবের তাড়নায় এবং চিন্তায় বয়স অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধ বলিয়া মনে হয়—মুখে অভাব অনটন ও বিরক্তির ছাপ সুস্পষ্ট—এক হাতে কতকগুলি খড় অন্য হাতে একখানি জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড—লোকটীর নাম রতন। তাহার কপালের দিকে নজর করিলেই দেখা যাইবে একটী ক্ষতচিহ্ন—রক্ত পড়িতেছে না, তবে ক্ষতটা যে সদ্য তা সহজেই বোঝা যায়।)

রতন—আগুন—হুঁ-হুঁ করে আগুন জ্বলে উঠেছে—এ আগুনিতি পুড়তি হবে—একেবারে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাতি হবে।

হারাধন—বাবা বড্ড শীত লাগতিছে।

রতন—চুপ ক'রে থাক্। কথা কবি তো থাবায় মারে ফেলে দেবো। [কিছুক্ষণ বিমর্ষভাবে চিন্তা করিয়া] ওরে শীত তো লাগবেই—ঐ শীতি কাঁপতি কাঁপতি মরে যাবি—বাচপি কেমন করে—বাচতি তো পারবিনে।

[এবার তাহার হাতের খড়গুলি বালকের গায় ঢাকিয়া দিয়া শোয়াইয়া দিল ও জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডটী তাহার পাশে রাখিয়া দিয়া আপন মনে বকিতে লাগিল]

রতন—অঙ্গে কাউর একটুকরো বস্ত্র নেই—পুড়ে গেল, ছাই হ'য়ে গেল—

[কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে প্রবেশ করিল তাহার স্ত্রী কাদু। বয়স প্রায় ত্রিশ—প্রবেশভঙ্গী বেশ ব্যস্ত—বসনের অবস্থা অত্যন্ত করুণ—বহুস্থানে তালি দিয়া কোনরূপে লজ্জা নিবারণ করিয়াছে।]

কাদু—বলি সহর থেকে ফিরলে কখন? কাপড়-চোপড় কিছু কিনতি পারলে?

রতন—দিন রাত্রি ওরম ভ্যান্ ভ্যান্ করিস্ নে কাদু—ভাল লাগে না। কিনতি পারবো আমরা! ওরে তালি মরবে কারা—কষ্ট পায়ে তিলি তিলি মরতি হবে না?

কাদু—কেন কি হলো?

রতন—সাপের মত হাত দিয়ে তাদের পা পেচায়ে ধরলাম, ধরে মিনতি করলাম, একজোড়া কাপড় দাও বাবু—ছেলেডা শীতি মরতি বসেছে, বৌডা লেংঠা হ'য়ে আছে—শুনলো না। পাডা জোর ক'রে টানে সরায়ে নিলো, পড়ে গেলাম। কতক্ষণ প'ড়ে ছেলাম জানিনে—জ্ঞান হলি দেখলাম সূর্য্যি ডুবে যাচ্ছে।

কাদু—একি তোমার কপালডা যে কাটে গেছে—রক্ত যে এখনও পড়তেছে। দেখি ধুয়ে বাঁধেদি।

রতন—ও আর তুই ধুয়ে করবি কি কাদু—ও রক্ত তুই আর মুছিসনে—ওর দাগ এখনো যে দোকানের মাঝে লাল হয়ে আছে—কত ধুয়ে উঠোনোর চেষ্টা করলো, উঠলো

না। আমি কলাম দোকানদার বাবু, ও রক্ত ওঠপে না, বাবুরা হাসলো। ওরে দোকানদার বাবুরা ও জিব দিয়ে চাটে তুললিও তোলবে—ওরা যে রক্ত খায়।

[দেখা গেলো কাদু এক টুকরা নেকড়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু কোথাও না পাইয়া অবশেষে নিজের ছিন্নবস্ত্র ছিড়িতে চেষ্টা করিতেই রতনের নজরে পড়িল—সে বাধা দিল।]

রতন—খবরদার, কয়ে দিচ্ছি কাদু—নিজের ও তেনাটুকু ছিড়িস্ নে। আমাদের ও রক্তুর কি দাম আছে? ওর চেয়ে ঐ বস্ত্রটুকু অনেক মূল্যবান জানিস? [কিছুক্ষণ চুপ করিয়া] কাদু আমার মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেছে,—কচ্ছিলাম—ও আর ছিড়িস নে কাদু, তালি লজ্জা নিবারণ করতি পারবি নে। কাঁদে আর কি করবি বল্, জ্বলে পুড়ে তো মরতিই হবে। (কিছুক্ষণ পরে) যাই মাজেবাবুর কাছে।

কাদু—মাজেবাবুর কাছে যায়ে করবা কি?

রতন—দেখি ছেলেডার জন্যি যদি একটা ছেড়া টেড়া কিছু পাই।

কাদু—এখুনি যাবা, মুখি দুটো কিছু দিয়ে গেলি পাত্তে, সকাল থেকে পেটে তো কিছু যায়নি।

রতন—না আগে ঘুরে আসি—খায়ে আর লাভ কি! বাচতি পারবি নে কাদু—আমরা কেউ বাচপো না, কষ্ট পায়ে মরতি হবে—জ্বলে পুড়ে মরতি হবে। (বলিতে বলিতে প্রস্থান).

কানু—হারাধন তোর কি বড্ড শীত লাগতেছে ?

[কানু ধীরে ধীরে তাহার পুত্রের পাশে গিয়া বসিল। দেখা গেল ঃ
চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে]

হারাধন—হ্যা মা বড্ড কাপাচ্ছে।

কানু—দেখি তোর গা (গায়ে হাত দিয়া) একি এযে বড্ড গরম হ'য়েছে, তোর যে অসুখ ক'রেছে, (ব্যস্তভাবে) এখন কি করি তোর গায় বা কি দিয়ে দি।

হারাধন—মা, বড্ড কাপাচ্ছে।

কানু—ভগবান আমাদের কি এমনি ভাবে কষ্ট দেবা ? এতো আর দেখতি পারিনে (খড়গুলি আবার তাহার গায়ে ভালো করিয়া ঢাকিয়া দিয়া) আর শীত লাগবে না হারাধন—এবার ঘুমোও।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মঞ্চ আলোকিত হইলে দেখা যাইবে, এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-বাড়ীর একাংশ—উঁচু টীনের ঘর—পাকা দেওয়াল—বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। একটী অল্পবয়স্ক বিবাহিতা যুবতী বসিয়া বই পড়িতেছে, চেহারায় একটা আভিজাত্যের ভাব সুস্পষ্ট—নাম মালতী। বসনের অবস্থা অত্যন্ত জীর্ণ। কিছুক্ষণ বাদে প্রবেশ করিল তাহার স্বামী নীলমাধব, বয়স ছাব্বিশ, সাতাশ—উন্নত সুশ্রী যুবা—মুখে একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ।]

নীল—কিগো, অমন মুখ আঁধার ক'রে বসে রয়েছ যে ?

মালতী—থাক্ খুব হ'য়েছে, আর আদর দেখাতে হবে না।

নীল—আদর আর কই দেখালুম, শুধু তো জিজ্ঞাসা করলুম।

মালতী—তোমার কথা বলতে লজ্জা হওয়া উচিৎ।

নীল—কই তেমন তো কোন কাজ ক'রেছি ব'লে মনে পড়েনা।

মালতী—তা কি আর এখন প'ড়বে? কাপড় দান ক'রবার সময় তো দু-হাতে করেছেন, এখন যে পরবার এক-খানিও বস্ত্র নেই।

নীল—কেন তোমার বাক্সে তো সেদিন কতকগুলো কাপড় দেখলাম।

মালতী—ও এখন বুঝি আমার বাবার দেওয়া সেই বিয়ের সময়কার ভালো কাপড়গুলো নস্ট করতে হবে?

নীল—নষ্ট করবার কথা হচ্ছে না মালতী—তোমার বাবাই দিন, আর যেই দিন, সেগুলো নিশ্চয়ই পরার জন্যই দিইছিলেন।

মালতী—তাই বুঝি সেগুলো সব সময় পরে নস্ট ক'রব?

নীল—তুমি বার বার সেই এক কথাই বলছ মালতী। কাপড় না পাওয়া গেলে তো আর নেংঠো হয়ে থাকা যাবে না; পরতে তো হবেই।

মালতী—ভাত কাপড় যদি না দিতে পার তবে বিয়ে করেছিলে কেন?

নীল—ভাত তো ঠিকই পাচ্ছ—কাপড় পাওয়া যাচ্ছে না—কোত্থেকে দিই বল?

মালতী—এতো লোক কাপড় পাচ্ছে আর তুমি পাচ্ছ না?

কেন ঐ তো ও-বাড়ীর সইয়ের কাল কাপড় এনে দিল।

নীল—তা দিক্, ওভাবে কাপড় আমি তোমায় কিনে দিতে পারবো না।

মালতী—তুমি যে পারবে না তা আমি জানি—তবে দান ক'রতে বলেছিল কে ?

নীল—তুমি ভয়ানক উত্তেজিত হ'য়েছ। একটু বুঝে দেখো—তোমার সামনে এসে যদি কেউ বিবস্ত্র অবস্থায় দাঁড়ায়, তাকে তুমি কাপড় না দিয়ে থাকতে পার; কোন মানুষ, যাদের মনুষ্যত্ব আছে, বিবেক আছে, বুদ্ধি আছে তারা পারে ?

মালতী—তালে আর এদের কষ্ট কেন ?

নীল—না মালতী, এ সমবেদনা ওরা সকলের কাছ থেকে পায় না, সবাই মানুষ নয়। এমন অনেকে আছে যাদের কোন কাকুতি মিনতিই টলাতে পারে না—তারা জানে শুধু নিজেদের সুখ—তাতেই তারা অন্ধ হ'য়ে থাকে।

মালতী—ও, তালে মানুষ একমাত্র তুমিই—

নীল—আমার ক্ষমতা কত সামান্য—তবে নিজের মনুষ্যত্বকে এখনো বিসর্জ্জন দিতে পারিনি, এইটুকুই আমার গৌরব। গ্রামের লোক কাপড় নেই বলে যখন এসে দাঁড়ায়, আমার ক্ষমতায় কুলোলে আমি তাদের ফেরত দিতে পারি না।

মালতী—আমি অত শত বুঝি না, কাপড় আমার চাই।

নীল—এমনি ভাবে বেশী দাম দিয়ে আমি তোমায় কাপড় কিনে দিতে পারব না মালতী,—তাতে যদি তুমি অসন্তুষ্ট হও উপায় নেই।

মালতী—তুমি আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, আমি সেখান থেকে কাপড় কিনে নেব।

নীল—আমার স্ত্রী যে চোরাবাজার থেকে বেশী দাম দিয়ে কাপড় কিনে পরে এ আমি চাই না; তাহলে এতদিন তোমাকে অনেক কাপড় দিতে পারতুম।

মালতী—তুমি কাপড় কিনবে না?

নীল—মালতী! আবার তুমি ছেলেমানুষী ক'রছ—

[কথা শেষ হইবার সাথে সাথে প্রবেশ করিবে দীননাথ, মধ্যবয়স্ক, মুখে একটা বিরক্তের ছাপ—তাহাকে দেখিবামাত্র মালতী প্রস্থান করিবে]

দীননাথ—বিবস্ত্রা হ'লো, দেশ বিবস্ত্রা হ'লো রে, মানুষের এবার হয় উলঙ্গ হ'য়ে তৈলঙ্গ স্বামী হ'তে হবে, না হয় পুরাণ যুগের মত বাকল পরতে হবে।

(নীলমাধবের দিকে নজর পড়িতেই)

এই যে নীলমাধব, বলি বিয়ে তো করেছিস্, কিন্তু বউটার অঙ্গে যে কাপড় নেই তা লক্ষ্য করেছিস।

নীল—লক্ষ্য ঠিকই করেছি, তবে চার টাকার কাপড় বারো টাকা দিয়ে কিনতে রাজী না।

দীন—রাজী না মানে? এখন তো রাজী হবিনে, বলি যখন

দেশের নেতা সেজে স্বদেশী ক'রে কাপড় যখন যে চেয়েছে তাকেই তো বিলিয়েছিস।

নীল—ওরা কাপড় পায় না—একেবারে বস্ত্রহীন হ'তে বসেছে, না দিয়ে কি করি বলুন? তবে কাপড়ের ন্যায্য মূল্যের বেশী দিয়ে আমি কিনতে পারব না।

দীন—ও সব বড় বড় কথা তুই আমার সামনে ব'লবি নে ব'লে দিচ্ছি। তার মানে তুই বলতে চাস—কাপড় কিনে দিবিনে? এত বড় কথা তুই আমার মুখের উপর বলতে পারলি?

নীল—যদি শুধু শুধু রাগ করেন—তাহলে আর কি বলি?

দীন—ও ভারি মাতব্বর হ'য়েছেন? কাপড় কিনতে পারব না। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া) আচ্ছা বল্ কি বলবি?

নীল—কাপড়ের দোকানে মাল যথেষ্ট মজুত রয়েছে—অথচ কাপড় তারা দিতে চায় না। ভাবে, যতই দিন যাবে, ততই দাম বাড়বে।

দীন—তা কি হবে?

নীল—গভর্ণমেণ্টকে আমাদের জানাতে হবে যে, সাধারণে এইভাবে কষ্ট পাচ্ছে—অথচ আমাদের দেশে যথেষ্ট কাপড় মজুত রয়েছে।

দীন—তাতে লাভ কি হবে?

নীল—গভর্ণমেণ্ট নিজের হাতে কাপড়ের ব্যবসা নিয়ে এই

অতিলোভী ব্যবসাদারদের হাত থেকে দেশের লোকদের বাঁচাবে।

দীন—তা কি হবে ?

নীল—হবে না মানে ? দেশের সকল লোক যদি এই চায় তো আলবৎ হবে, এবং খুব শীঘ্রই হবে। আপনি কি বলতে চান, ওই সব কাপড়—ওয়ালাদের কাছ থেকে কাপড় কিনে আরও তাদের প্রশ্রয় দিতে ?

দীন—না তাও আমি চাইনে,—তবে—

নীল—মানুষের সামান্য কষ্ট দেখলে আপনাদের মাথা যায় খারাপ হয়ে—সেই রাগে আপনারা যা খুসী তাই করেন, একবার ভেবে দেখেন না—ঠিক কি না ? কষ্ট না পেলে কি মানুষ মেরুদণ্ড সোজা করে।

। বাহির হইতে শোনা গেল কে যেন মাস্টেবাবু মাস্টেবাবু বলিয়া ডাকিতেছে। ।

দীন—দেখ তোকে কে ডাকে। আমি ভেতরে গেলাম।

। প্রস্থান

নীল—কে ভেতরে এস।

(অতি বিমর্ষভাবে প্রবেশ করিল রতন)

নীল—কিরে রতন—তোর মুখ চোখ অত শুষ্ক দেখাচ্ছে কেন রে, অসুখ বিসুখ করেনি তো ?

রতন—অসুখ বিসুখ করাও এর চেয়ে ভালো ছিল বাবু, তাতে হয়তো ম'রে যাতাম, কিন্তু বাচে থাকে তো এ কষ্ট সহ্যি করা যায় না।

নীল—কি কষ্ট রে ?

রতন—ছেলেডা শীতি কাপতি কাপতি মরতি বয়েছে—কাহুর অঙ্গে একটুকরো বস্ত্র নেই—সহরে যায়ে দোকানে দোকানে ঘোরলাম কেউ কাপড় দিলো না, কুকুরের মত তাড়ায়ে দিল। একখান ছেড়া তেনা টেনা থাকে তো দেও—তা নয়তো আর বাড়ী ফিরতি পারব না।

নীল—কাপড় তো আমার আর একখানাও বেশী নেই রতন, যা ছিল সব তো দিয়ে দিয়েছি—আর এমনি করে ছেলেপিলেকে কদিন পরাবে ?

রতন—তবে কি করবো কও—আর তো সহ্যি হয় না।

নীল—(কিছুক্ষণ চিন্তিতভাবে পদচারণা করিয়া) পারবি রতন ? (রতন হতভম্বের মত তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল) কি দেখছিস—পারবি নে, সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে বলতে পারবি নে—আমরা বস্ত্রহীন—আমরা কাপড় চাই—আমাদের কাপড় ন্যায্য মূল্যে দিতে হবে, দিতে বাধ্য তোমরা ?

রতন—তা পারবো—কিন্তু কারে কবো ?

নীল—বলবি গিয়ে হাকিমের কাছে—আমাদের গ্রামের লোক আজ বস্ত্রহীন—দোকানে মাল মজুত অথচ আমরা কাপড় পাইনে।

রতন—আমি একা কলি হবে ?

নীল—না। গ্রামের সব বাড়ী বাড়ী গিয়ে বলবি—আমরা

সব দল বেঁধে সদরে যাবো—আমাদের দুর্দ্দশার কথা জানাতে—দেখি. ফল হয় কিনা ?

রতন—বেশ তাই যাচ্ছি।

(প্রস্থানোদ্যত, এমন সময় প্রবেশ করিল রাম পোদ্দার। বেশ মোটা-সোটা, সহজ সরল মানুষ—সহর হইতে কাপড় খরিদ করিয়া গ্রামে বিক্রয় করে—বয়স ত্রিশ পার হইয়া গিয়াছে।)

রাম—বাবু তোমার কাছে আলাম। কাপড় চোপড় পাচ্ছিনে—ব্যবসা তো বন্ধ হ'য়ে গেল. ছেলেপিলে না খাতি পেয়ে মারা যাতি বসেছে।

নীল—তা আমি কি করবো বল ?

রাম—যা হয় একটা বিহিত করো।

নীল—আমরা সকলে আজ যাচ্ছি সদর হাকিমের কাছে কাপড় চোপড়ের দুরবস্থার কথা জানাতে, যাবে না কি ?

রাম—যাবো না মানে ? চলো একবার আমারে নিয়ে—অনেক কিছু আমার ক'ওয়ার আছে।

নীল—কি ?

রাম—আজ পনের বছর হলো দোকান করিছি, সহরের মেড়োদের কাছ থেকে কাপড় কিনে আনে বিক্রী ক'রে কোন রকমে সংসার চালাই. আর ওরা আজকাল গেলিই কয়, কাপড় নেই ; অথচ আমি তো জানি ওদের কনে কত মোট কাপড় রয়েছে।

নীল—তারপর ?

রাম—গ্রামে সাধারণ লোকে পরে মোটা কাপড়—তা চালিও কয়, নেই। আরে কয় কি জানো বাবু ?

নীল—কি ?

রাম—কয়, যে সব কাপড় আছে রাম—তা তুমি কিনতি পারবা না। হাত উচো করে পাঁচটা আঙ্গুল দেখায়ে কয়—পাঁচ গুণ লাগবে—অথচ ওদের কেনা র'য়েছে সেই আগের দামে।

নীল—একথা ঠিক—এমনিভাবে বলতে পারবে রাম ?

রাম—পারবো না মানে ? আমার গ্রামের লোক কাপড় পাচ্ছে না, আমার সংসারের ছেলেমেয়ে আজ ভাত পাচ্ছে না, অথচ তুমি কও কিনা কতি পারবো না।

রতন—ঘরে ঘরে আগুন জ্বলে উঠেছে মাজেবাবু—এ আগুন নেববে না।

নীল—যে আগুন জ্বলেই নিবে যায় রতন—তার দ্বারা কাজ হয় না—তাঁতে সাময়িক উপশম হয় মাত্র; কিন্তু যদি একবার জ্বলে স্থায়ী হ'তে পারে—তবে দেখবে কত সুখ, কত শান্তি—

তৃতীয় দৃশ্য

[Mr. Senএর বাটী—তার কন্যা শুক্লার জন্মদিন। মঞ্চ আলোকিত হইলে দেখা যাইবে যে, মঞ্চটি বেশ সজ্জিত—দেখিলে মনে হয় কোন উৎসবের সমারোহ। অনেক গণ্যমান্য ধনীলোকের যাতায়াত। মঞ্চের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আছে শুক্লা। তাহার সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড টেবিল, টেবিলে বহু উপহার এবং অধিকাংশই মুল্যবান বস্ত্র। একটু পরে একটি সুশ্রী যুবা প্রবেশ করিল—চেহারা দেখিলেই ধনী তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়—হাতে একটি কাপড়ের মোড়ক—ইংরাজী আদব কায়দায় সজ্জিত —নাম সমর।]

সমর—Good evening মিস্ সেন। আপনার জন্মদিনে আপনার দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

শুক্লা—(হাত তুলিয়া নমস্কার করিল) বসুন।

সমর—(প্যাকেট হইতে শাড়ী বাহির করিয়া) দেখুন তো এটা ঠিক ম্যাচ ক'রবে কি না ?

শুক্লা—(নিজের হাতে লইয়া) সুন্দর, ধন্যবাদ।

সমর—সুন্দর হবে না—সৌন্দর্য্য নির্ভর করে রুচির ওপর। কত কাপড় দোকানে রয়েছে, কিন্তু সুন্দর বেছে নেবার ক্ষমতা কজনার আছে বলুন ?

শুক্লা—বাস্তবিকই। কিন্তু এখন তো আর কাপড় আগের মত show caseএ থাকে না,—যে চট ক'রে বেছে নেবেন।

সমর—Show case আজকাল সামনে নেই ঠিকই কিন্তু পেছনে stock case আরও বেড়েছে—তবে পছন্দ ক'রতে একটু সময় লাগে এই যা ; অথচ সাধারণ

লোকের মুখে শুনুন কাপড় পাচ্ছে না। তারা এইটুকু কেন বোঝে না যে কাপড় ঠিকই আছে, একটু বেশী পয়সা দিলেই তা মেলে ও প্রচুর পরিমাণেই মেলে।

শুক্লা—কিন্তু সেই হতভাগাদের কিছুই মেলে না।

সমর—ও! দোকানদারেরা লোক দেখলে চিনতে পারে বুঝি।

[উভয়ের উচ্চস্বরে হাসি]

শুক্লা—আপনি একটু ভেতরে গিয়ে বসুন—আমি আসছি।

(সমরের প্রস্থান। মঞ্চের অন্যদিক থেকে প্রবেশ করিল আর একটী যুবতী, পোষাক পরিচ্ছদে মানুষের চোখ ঝলসাইয়া দেয়। অত্যন্ত চঞ্চল, নাম নেলী, বয়স ২০, ২১—শুক্লার সমবয়সী ও সহপাঠী)

শুক্লা—কিরে নেলী, এত দেরী ক'রে এলি, তোর জন্যে তো ভেবেই মরছি,—রাত হ'ল কেন রে?

নেলী—আর বলিস্ কেন? মার্কেটে পাঠিয়েছিলুম প্রথমে আমাদের সরকারকে, তিন ঘণ্টা বসে আছি অথচ দেখা নেই। শেষে সন্ধ্যার পর হন্তে দন্তে এসে উপস্থিত, বলে কিনা কাপড় পাওয়া গেল না। এত রাগ হলো কি বলব!

শুক্লা—তারপর তুই কি করলি?

নেলী—আর কি করব—নিজে বেরুলুম, ছোগনলাল হীরামলের দোকানে প্রথমে গেলাম, গিয়ে দাঁড়াতেই আমাকে পেছনের ঘরে নিয়ে গেল দেখি কাপড়ের পর্ব্বত, অথচ সরকার মশাই কাপড় পেল না। বাবা যে কেন এসব আন্‌কাল্‌চারড্‌ লোক রাখেন বুঝি না।

শুক্লা—সরকারের কি দোষ বল ? দোকানদাররা যে চেহারা ও পোষাক দেখেই বলে দেয় কাপড় নেই।

নেলী—তাই নাকি রে ? (উভয়ের উচ্চস্বরে হাসি)

শুক্লা—আচ্ছা এবার চল তোকে সমরবাবুর সাথে আলাপ করিয়ে দিই।

নেলী—সমরবাবু এসেছেন নাকি ?

শুক্লা—কেনরে নাম শুনেই যেন কেমন হ'য়ে গেলি, দেখিস্।

নেলী—যা তুই ভয়ানক দুষ্টু হচ্ছিস।

(মঞ্চ ক্ষণকালের জন্য অন্ধকার হইবে। আবার আলোকিত হইলে দেখা যাইবে যে পূর্ব্বোক্ত যুবা দাঁড়াইয়া আছে, অন্যদিক হইতে প্রবেশ করিবে নেলী ও শুক্লা)

শুক্লা—এই যে সমরবাবু, এই সেই চঞ্চল হরিণী।

নেলী—শুক্লা। (শুক্লার দিকে কটাক্ষ করিয়া) নমস্কার সমরবাবু।

সমর—নমস্কার, অনেকদিন পর আপনার সাথে দেখা হ'লো।

নেলী—আপনি তো আর এদেশে থাকেন না, তা দেখা হবে কেমন ক'রে বলুন ?

সমর—কি করব বলুন চাকুরীজীবন। এক এক সময় আমার কি মনে হয় জানেন মিস রয় ?

নেলী—কি বলুন।

সমর—মনে হয় বাঙ্গলা আমাকে চায় না—আর বর্ত্তমানে হয়ত না চেয়েছে বলেই রেহাই পেয়েছি।

শুক্লা—কেন বলুন তো ?

সমর—মানে কাগজে যা দেখতাম তাতে মনে হতো বাঙ্গলা দেশে থাকলে এতদিন হয়ত নেংটী আর চিমটে নিয়ে গাছতলায় দাঁড়াতে হতো।···[সকলের হাসি]

নেলী—কৈ আমাদের তো গাছতলায় যেতে হয়নি, আর যারা যাবার—তারা চিরকালই যাবে।

সমর—তালে যতটা শোনা যায় তার কিছুই না ?

নেলী—না—তা বলতে পারি না, তবে আমাদের সোসাইটীতে এখনো কোন' টাচ্ পাইনি।

শুক্লা—কিন্তু এমন করে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ থাকবেন, বসুন, বোস্ নেলী। (সকলের চেয়ারে উপবেশন)

সমর—যাক্ এখন ওসব কথা—পৃথিবীর ওসব ভাবনা ভেবে অমূল্য সময় নষ্ট করার কোন মানেই হয় না, বরং অনেকদিন আপনাদের দুজনার সুললিত কণ্ঠস্বর শোনা থেকে deprived আছি। একটা হোক্।

নেলী—দুজনার কি এক সাথেই শুনতে চান, না আলাদা-আলাদা।

সমর—যা আপনাদের অভিরুচি।

(নেলী ও শুক্লার গান)

শুক্লা— আজি এ ফাল্গুন রাতে
মোরা গাহিব দুজনাতে,

চাঁদ হেসে দেখে যাবে
শুধু রেখে যাবে তারি বাতি।
আজি এ ফাল্গুন রাতি ॥

নেলী— শুধু নহে গান আরো কথা মোরা কব,
স্বরের পরশে ভুবন ভোলায়ে যাব।
শুধু নহে কথা, কাছে কাছে বসে রব,
নীরব ভাষায় প্রাণের কথাটি কব।

শুক্লা— কথা যদি শেষ হয়
তবু রব নিরালায়,
দুজনাতে দুজনার কাছে।

নেলী — কথা কভু শেষ নাহি হবে।
ফাল্গুনের সুর মোদের মাঝারে রবে।

(গান শেষ হইলে প্রবেশ করিবেন Mr. Sen. তিনিও ইংরাজী আদব কায়দায় সজ্জিত। বয়স ৫০ পার হইয়া গেছে, তবুও নিজেকে যুবক সাজাইতে সচেষ্ট।)

Mr. Sen—এই যে তোমরা সব এখানেই আছ, বস। আরে নেলী তুমি কখন এলে ?

নেলী—এই একটু আগে।

Mr. Sen—দেরী করলে কেন ?

নেলী—আর বলবেন না, কাপড় ওয়ালারা লোক দেখে কাপড় দেয় কিনা !

Mr. Sen—(হাসিয়া) ও চাকর বাকর কাউকে পাঠিয়েছিলে বুঝি ? কিন্তু দেখো, এই যে কাপড় নেই কাপড় নেই

রব উঠেছে—অথচ দেখো, শুক্লা যে সব কাপড়ের presentation আজ পেলো—তাতে ওরকম দশটা familyর পাঁচ বছর চলে যেতে পারে।

সমর—দেখুন Mr. Sen দুর্ভাগ্য নিয়ে যারা জন্মগ্রহণ করে, তাদের দুর্ভাগ্যকে তারা কোনদিন এড়াতে পারে না।

Mr. Sen—ঠিক বলেছ সমর, তুমি খুব intelligent. আবার শুনছি কাপড় কণ্ট্রোল হচ্ছে, সাধারণের এই কষ্ট লাঘবের জন্য আমাদের সহৃদয় গভর্ণমেণ্ট নিজের হাতে সমস্ত ক্ষমতা নিচ্ছেন।

শুক্লা—কিন্তু তাতে কি খুব বেশী সুবিধা হবে, বাবা?

সমর—আমি কিন্তু prophecy করতে পারি—যে কণ্ট্রোল হলেও সাধারণের কষ্ট সম্পূর্ণভাবে লাঘব হবে না। আজ যারা কাপড়ের ব্যবসা চালাচ্ছে—তারা ঠিক এমনিভাবেই তখনও চালাবে।

Mr. Sen—অর্থাৎ তুমি তোমার পুরান কথা—পুনরাবৃত্তি করতে চাও।

সমর—হ্যাঁ, তাই চাই।

শুক্লা—কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তো এদের ওপর কড়া নজর রাখবেন।

সমর—রাখলেও যারা চোর তারা চিরকালই চুরি করে, আর তাদের ফন্দী ফিকিরেরও অভাব হয় না। আমি আবারও বলছি, কণ্ট্রোল হলেও সাধারণের দুরবস্থা

বিন্দুমাত্র লাঘব হবে না, এ হবে সে দিন, যেদিন সমস্ত শ্রেণীর লোক সম্যকরূপে উপলব্ধি করবে।

Mr. Sen—যাক তাতে আমাদের লাভও নেই ক্ষতিও নেই, কণ্ট্রোল হলেও পাব না হলেও পাব—যতদিন ব্ল্যাক-মার্কেট রয়েছে চিন্তা কি ?

শুক্লা—চলুন রাত হলো, এবার খাওয়া দাওয়া সেরে নেওয়া যাক্।

Mr. Sen—হাঁ, চল সব।

[যখন সকলে উঠিতে যাইবে এমন সময় বাহির হইতে একটা গণ্ডগোল কানে আসিতে থাকিবে এবং সেই চীৎকারের মধ্যে "এক টুকরা বস্ত্র বাবু" কথাটি বেশী করিয়া সাধারণকে আকর্ষিত করিবে।]

Mr. Sen—এই যে এইমাত্র তোমাদের যা বলছিলাম, যে সাধারণের যত কষ্টই হোক ব্ল্যাক মার্কেট থাকতে আমাদের চিন্তা কি—কি বলিস নেলী। হা-হা-হা।

[হঠাৎ দু-তিনজন ভিক্ষুক প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় আসিয়া প্রবেশ করিল]

১ম—বাবু একটুকরো বস্ত্র দেবা ?

২য়—ঐ তো তোমাদের কত বস্ত্র রয়েছে—এক টুকরো দাও না বাবু, নতুন তো চাইনে বাবু।

Mr. Sen—বেরো—বেরো এখান থেকে, দারোয়ান—দারোয়ান—

১ম—বাবু—বাবারা এক-টুকরো দেবা না। অতো তোমরা কি করবা—কত নষ্ট কর ?

Mr. Sen—ষ্টুপিড কোথাকার—বেরো বলছি। আমরা কি দান ক'রতে বসেছি যে তোমাদের দিতে হবে। বেরো—দারোয়ান—

(দারোয়ান আসিয়া প্রবেশ করিল)

Mr. Sen—এদের ঘাড় ধরে বের করে দে, কতকগুলো রাস্তার কুকুর—

[দারোয়ান তাহাদের ঘাড় ধরিয়া ঠেলা দিতে দুজনে পড়িয়া গেল ও 'বাবারে' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। পুনরায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া]

১ম—বাবু, বাবারা তোমরা মারে না—আমরা যাচ্ছি, তোমরা সুখী থাকো বাবুরা। আমরা রাস্তার কুকুর রাস্তায় চলে যাই।

[প্রস্থান

Mr. Sen—দেখেছ, কতকগুলো যেন পৃথিবীর আবর্জ্জনা, ওদের মরাই উচিৎ।

সমর—মরা ওদের উচিৎ এবং কষ্ট পেয়েই মরবে, কারণ ওদের ভাগ্যকে ওরা অস্বীকার করবে কেমন করে ?

Mr. Sen—কতবড় সাহস ওদের—বলে কিনা, বাবু অত কাপড় কি করবা ? কৈফিয়ৎ—

সমর—না-না আপনি ভুল কচ্ছেন Mr. Sen, ওটা ওদের সহজ জিজ্ঞাসা।

Mr. Sen—যাক মরুক, চলো। আর সময় নষ্ট করব না, খাবার দেরী হ'য়ে গেল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[আফিস ঘর। ঘরে, চেয়ারে বসিয়া আছেন হাকিম—চেহারা দেখিলে মনে হয় বেশ স্থির, শান্ত। সম্মুখে একখানি টেবিল, টেবিলে একটা Calling Bell, দোয়াতদানি, লিখিবার কাগজ, পেপার ওয়েট ও কতকগুলি ফাইল রহিয়াছে। সামনে দাঁড়াইয়া আছে নীলমাধব, রতন, রাম পোদ্দার ও আরও দু-চারজন চাষী।]

হাকিম—তোমরা আজ যে নালিশ করতে এসেছ এ নালিশ আগেও অনেকে করেছে, তোমাদের বিচলিত বা ভীত হবার কারণ নেই, যাতে সমস্ত রকম কাপড় ন্যায্য দামে পাও সে ব্যবস্থা আমরা করছি।

রতন—বাবু কতদিনির মধ্যি হবে ?

হাকিম—খুব শীঘ্রই হবে, এটা ধর ৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস, অক্টোবর মাস থেকেই কাজ স্বুরু হবে। হ্যাঁ, তবে কাপড় পেতে তোমাদের আরো দু-একমাস দেরী হ'তে পারে।

১ম চাষী—আমরা তো পাবো ?

হাকিম—সকলের জন্যেই এটা হচ্ছে। তবে এটা সকলের পেতে হ'লে সমান সহানুভূতি দরকার হবে।

২য় চাষী—কেন্ বাবু ?

হাকিম—আমরা কাপড় মনে কর তোমাদের গ্রামের ঐ

রামকে দিলাম। কাপড়ের ওপর দাম লেখা থাকল কিন্তু তোমরা তো সব লেখাপড়া জানো না, রাম হয়ত পাঁচ টাকার কাপড় ছ'টাকা নিল—অথচ রসিদ দিল সেই পাঁচ টাকার।

রতন—তা ঠিক বাবু।

হাকিম—আচ্ছা তারপর দেখো, যে রামের দোকানে কতকগুলো ভাল কাপড় ছিল—রাম সেগুলো তোমাদের না দিয়ে বড়লোকের কাছে বেশী দামে বিক্রী করল।

২য় চাষী—তালি বাবু কি করবো ?

হাকিম—এই সব যাতে না হয়, তার জন্য আমরা কতকগুলো লোক নেবো, তাদের কাজ হবে এইসব জিনিস দেখে বেড়ান, এবং দেখতে পেলে আমাদের জানানো। আমরা তখন তাদের শাস্তি দেব।

১ম চাষী—তালি তো বাবু, আর হতি পারবে না।

হাকিম—না তাতেও হতে পারে। মনে কর আমরা যে লোক নিযুক্ত করলাম, সে যদি দোকানদারের সাথে ষড়যন্ত্র ক'রে, ঘুস খেয়ে আমাদের না জানায় ?

২য় চাষী—তালি তো খুব বিশ্বাসী লোক নিতি হবে।

হাকিম—হ্যাঁ, তাই নিতে হবে। যারা বাস্তবিকই মানুষ, অর্থের প্রলোভনে যারা মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দেয় না।

১ম চাষী—বাবু যদি অভয় দেন তো একটা কথা কই।

হাকিম—কি বল।

২য় চাষী—আমাদের মধ্যি কিন্তু সেরম একজন আছে।

হাকিম—কে ?

১ম চাষী—ঐ মাজে বাবু (নীলমাধবকে দেখাইয়া)

হাকিম—তোমরা ওকে বিশ্বাস কর।

সকলে—নিশ্চয় করি।

রতন—ঐ বাবু না থাকলি, এতদিন কবে মরে যাতাম—অসুখি, বিসুখি, সম্পদে-বিপদে ঐ বাবুই তো সহায়। আজ যে আপনার কাছে আইছি, সেও ঐ বাবুই নিয়ে আয়েছে।

হাকিম—বেশ তোমাদের ঐ বাবুকেই নেবো। আর আমি ঠিক এমনি লোক চাই, যাকে সাধারণে বিশ্বাস করে। (নীলমাধবের দিকে লক্ষ্য করিয়া) আপনি এদিকে আসুন (সামনে আসিলে) আপনার নাম।

নীল—নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।

হাকিম—(খাতায় লিখিতে লিখিতে) পড়াশুনা কতদূর করেছেন ?

নীল—আজ্ঞে আমি ম্যাট্রিক পাশ।

হাকিম—বেশ, ইংরাজী লিখতে বলতে পারেন তো ?

নীল—হুজুর যদি পরীক্ষা করতে চান করতে পারেন।

হাকিম—না, আপনাকে পরীক্ষা করতে চাইনে, কারণ সাধারণে যাকে বিশ্বাস করে, ভালবাসে—আমিও তাকে বিশ্বাস করি, ভালবাসি। আপনি ১লা তারিখে

এসে কাজে যোগ দেবেন। আচ্ছা তোমরা এখন এসো।

[সকলে সেলাম ও নমস্কার করিয়া প্রস্থান।

(সকলে প্রস্থান করিলে প্রবেশ করিল একটি যুবক, নাম গণপতি বিশ্বাস, ঢুকিয়াই Good morning...)

হাকিম—আপনার নাম ?

গণপতি—Sir, গণপতি বিশ্বাস।

হাকিম—পড়াশুনা কতদূর করেছেন ?

গণপতি—Matriculate sir, তবে ভালো recommendation আছে sir. এই দেখুন দুজন M. L. A. certficate দিয়েছেন। (বলিয়া certificate বাহির করিল)

হাকিম—আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আগেই লোক নিয়ে ফেলেছি—ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে জানাব।

গণপতি—কপালটাই খারাপ স্যার, এত ভালো certificate জোগাড় করলুম, কিছুই হ'ল না।

[বলিতে বলিতে প্রস্থান।

(আবার আর একটি যুবা প্রবেশ করিল, নাম মহম্মদ ইসমাইল)

হাকিম—আপনার নাম ?

ইসমাইল—মহম্মদ ইসমাইল।

হাকিম—Qualification ?

ইসমাইল—Undergraduate, তবে স্যার আমাকে দিয়ে আপনার এসব ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য পাবেন ; আর

আমায় বিশ্বাসও করতে পারেন—এই দেখুন, অনারেবল Minister certificate দিয়েছেন (বলিয়া বাহির করিল)।

হাকিম—(পড়িয়া) অত্যন্ত দুঃখিত! লোক appointed হ'য়ে গেছে।

ইসমাইল—Appointment হ'য়ে গেছে? Good God. তালে আসি স্যার।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(মিলের আফিস-ঘর। ঘরটি আদব-কায়দায় সজ্জিত—একটি টেবিল তাহার চারিদিকে চার-পাঁচখানি চেয়ার; মধ্যস্থলে একখানি চেয়ারে এক ভদ্রলোক বসিয়া আছেন, বয়স ৪০, ৪৫ হইবে—চোখে-মুখে একটা ক্রুর বুদ্ধির ছাপ—নাম হরবিলাস রায়। কিছুক্ষণ আপন মনে কতকগুলো কাগজপত্র দেখিলেন ও তৎপরে টেবিলের উপর রক্ষিত Calling Bell টিপিলেন। চাপরাসী আসিয়া সেলাম দিল।)

হর—যে সব বাবু আজ এখানে আসবে তাদের কাউকে ফেরৎ দিবি না বুঝলি।

চাপ—আজ্ঞে।

হর—আর, একজন ঘরে থাকলে অন্য কাউকে আনবি না।

চাপ—আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

(আবার কিছুক্ষণ কাগজপত্র দেখিবার পর চাপরাশি আসিয়া সেলাম দিল।)

চাপ—কানাইয়ালাল বাবু।

হর—পাঠিয়ে দে।

(চাপরাশির প্রস্থান ও প্রবেশ করিবে কানাইয়ালাল। দেখিলেই বেশ পাকা ব্যবসাদার তা প্রথম নজরেই মনে হয়। মারোয়াড়ী, মধ্য-বয়স্ক, বেশ মোটা-সোটা, কথা বলে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গলায়।)

কানাইয়া—রাম রাম বাবুজি।

হর—রাম রাম, বসুন।

কানাইয়া—বাবুজি, কাপড়কা কেয়া হুয়া ?

হর—এখনো কিছু ঠিক হয়নি।

কানাইয়া—কাপড়া মিলবে তো বাবুজি ?

হর—কাপড় এ মাসে খুব কমই হ'য়েছে—আর এখনো বোর্ডের মিটিং হয়নি। মিটিং হলে ঠিক হবে—কে কত মাল পাবে।

কানাইয়া—আরে বাবুজি, কাপড়াকা দেনেওলা আপনারা আছেন। কিসকো কিসকো মিলবে সে তো ঠিকই আছে।

হর—কানাইয়ালাল, তুমি ব্যবসাদার হয়েও ছেলেমানুষের মত কথা বলছ। যারা মাল দেবে—

কানাইয়া—হাঁ—বাবুজি, হামি ঐ বাত বলছে, জিসলোক মাল দেবে তারা খুসী হলেই মাল পাবে।

হর—হাঁ—সে তো ঠিকই।

কানাইয়া—হামি তো ঐ কথা বলছে।

(বলিতে বলিতে মাজা হইতে টাকার থলি বাহির করিল, থলির দিকে নজর পড়িতেই হরবিলাস একটু চাপা হাসি হাসিলেন।)

কানাইয়া—আপনাদের বোর্ডে মেম্বর কয়ঠো আছে।

হর—পাঁচজন।

কানাইয়া—আচ্ছা বাবুজি এই পাঁচশো রুপেয়া লে লিজিয়ে। হ্যাঁ বাবু এক কোথা আছে, আমাকে বার বেল ফাইন মাল চাহিয়ে।

হর—বেশ, তুমি তাই পাবে, আর এক সপ্তাহের মধ্যেই পাবে।

কানাইয়া—(কানাইয়া উঠিতে যাইতেছিল, আঁবার কি মনে হইতে বসিয়া) বড় সাহেব—

হর—খবরদার, কোন রকমে যদি টের পায় তবে আর জীবনে কাপড় কিনতে হবে না, যা করবার আমরাই করবো— তুমি নিশ্চিন্ত মনে ফিরে যেতে পার।

কানাইয়া—ব্যস্— ঠিক আছে বাবুজি। রাম রাম বাবুজি।

হর—রাম রাম।

(কানাইলালের প্রস্থান। হরবিলাস নোটগুলি গুণিয়া পকেটে রাখিয়া দিল, আবার একটু হাসিয়া কাজে মন দিল। আবার চাপরাশি সেলাম দিল।)

চাপ—ঘাসিলাল বাবু।

হর—পাঠিয়ে দে।

[চাপরাশির প্রস্থান।

(ঘাসিলালের প্রবেশ। কানাইলালের চেয়ে কিছু অল্পবয়স্ক)

ঘাসিলাল—রাম রাম বাবুজি।

হর—রাম রাম। বসুন।

ঘাসি—কাপড়া এবার কেমন আছে ?

হর—কৈ আর কাপড় !

ঘাসি—একদম নেই আছে ?

হর—আছে, তবে ফাইন মাল খুব কমই আছে।

ঘাসি—বাবুজি ফাইন মাল কেত বেল আছে ?

হর—এই ধর সামান্য দু-এক বেল।

ঘাসি—এত কম তো চলবে না বাবুজি।

হর—কত হলে তোমার চলে ?

ঘাসি—কমসে কম পাঁচ বেল। হামি আপনাদের খুসী করবে।

হর—বেশ তো—সন্তুষ্ট যদি কর তো পাবে।

ঘাসি—বাবুজি মাল কেত দিনে মিলবে ?

হর—এই ধর এক সপ্তাহ।

(ঘাসিলাল মাজা হইতে ঐরূপ থলি বাহির করিয়া ২০০৲ টাকা দিল।)

হর—ঘাসিলাল বড় কম হচ্ছে।

ঘাসি—এবার বাবু ঐ লিজিয়ে, সামনের বার হামি ঠিক খুসী করবে।

হর—ঘাসিলাল মাল পেতে কিন্তু দেরী হবে।

ঘাসি—মাল দেরী হোবে তো কুছু লাভ হোবে না। আপনাদের যে টাকা দিচ্ছে ও টাকা তো বেশী দামে বিক্রী করে লাভ করবে।

হর—ঘাসিলাল, মাল তুমি দেরীতেই পাবে।

(ঘাসিলাল অনন্যোপায় হইয়া পুনরায় থলি খুলিল ও আর একশো টাকা দিল।)

ঘাসি—আপ খুসী বাবুজি ?

হর—হ্যাঁ, যাও ঠিক তিন দিন পরে মাল পাবে।

ঘাসি—রাম রাম বাবু।

(প্রস্থান।

হর—রাম রাম।

(আবার চাপরাশি আসিয়া সেলাম দিল)

চাপ—বৈদ্যনাথ দাস বাবু।

হর—পাঠিয়ে দে।

(প্রবেশ করিল বৈদ্যনাথ দাস, বয়স ২৮, ২৯—চেহারা দেখিলে বেশ কর্ম্মঠ ও স্বাস্থ্যবান বলিয়া মনে হয়।)

বৈদ্যনাথ—নমস্কার হরবিলাস বাবু।

হর—নমস্কার, বসুন।

বৈদ্য—আমি আপনাদের পর পর দু-তিনখানা চিঠি দিলাম—অথচ কোন উত্তর পেলাম না!

হর—কি জন্যে বলুন তো ?

বৈদ্য—মিলের যে মাল এতদিন আমরা পেতাম—আজ দু-তিন মাস তা পাইনে।

হর—চিঠিতে কি আর মাল পাওয়া যায় বৈদ্যনাথ বাবু। কথা টথা বলে ব্যবস্থা ক'রে গেলেই মাল পান!

বৈদ্য—দেখুন, আপনাদের সাথে কারবার স্থরু করেন বাবা আজ ত্রিশ ৩০ বছর আগে; তিনি আজ নেই, আমি কারবার চালাচ্ছি, আজ তিন-চার বছর হলো, এতদিন এই চিঠিতেই মাল পেইছি—আসবার তো কোন প্রয়োজন হয়নি।

হর—সেদিন আর এদিনে যে অনেক তফাৎ, তখন কি পাঁচ টাকার কাপড় পনেরো টাকায় বিক্রী করেছেন?

বৈদ্য—অর্থাৎ—

হর—কথাটা যেন ঠিক বুঝলেন না।

বৈদ্য—না, বৈদ্যনাথ দাসের বাবা তা কখনও করেনি এবং নিজেও সে দেশের লোককে অমন ক'রে ঠকাতে চায় না।

হর—বৈদ্যনাথ দাসের বাবা না করতে পারে তবে সে যদি তা না করে তবে তার ব্যবসা চালাতে হবে না। তখন তো আর কাপড়ে দাম লেখা থাকত না।

বৈদ্য—দাম লেখা হওয়াতে তো কোন অসুবিধা নেই, আমাদের যা ন্যায্য কমিশন তা আমরা পাব।

হর—(গম্ভীর হইয়া) না মশায় কাপড় আপনি পাবেন না।

বৈদ্য—মানেটা ঠিক তো বুঝলাম না।

হর—মানে অত্যন্ত সরল—কাপড় আমাদের নেই।

বৈদ্য—তালে কাপড় যা ছিল—সব দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হর—দিয়ে দেওয়া হয়নি। তবে কাকে কাকে দেওয়া হবে ঠিক হয়ে গেছে।

বৈদ্য—মিটিং না হ'তেই ঠিক হয়ে গেল!

হর—আপনার সাথে বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাইনে।

বৈদ্য—কিন্তু আগে যারা কাপড় পাবে বলে ভরসা পেয়ে গেল।

হর—তারা সময়মত এইছিল বলেই পাবে।

বৈদ্য—আর আমার সময়টা বুঝি দুঃসময়, সুসময় আমিও করতে পারি—কিন্তু আমি তা করবো না। আমি বড়-সাহেবকে জানাব যে যারা কাপড় পাচ্ছে তাদের থেকে আমাদের এই মিলের সাথে কারবার কত পুরাণ, অথচ আমরা কাপড় পাই না; আর এমনি ক'রেই মিলের দুর্ণাম হচ্ছে।

হর—আপনি যান, বড় সাহেবকে তাই বলুন গে দেখি সাহেব কার কথাতে কাপড় দেয়!

বৈদ্য—তিনি যে প্রথমেই আমার কথায় কাপড় দেবেন না তা জানি, তবে যেদিন মেড়োদের থলি আপনার ঐ হাতে বেঁধে বড় সাহেবের কাছে নিয়ে যেতে পারবো, সেই দিনই পাবো।

হর—আপনি বেরিয়ে যাবেন কিনা?

বৈদ্য—ঠিকই যাবো, তবে যাবার আগে বলে যাচ্ছি এ কারবার বেশীদিন চলবে না—চালাতে দেব না।

[প্রস্থান।

(আবার Calling Bell টিপিল। চাপরাশি সেলাম দিল)

হর—কোন বাঙ্গালী বাবু এলে আসতে দিবে না।

চাপ—যদি কোন মাড়োয়ারী বাবু ?

হর—ইডিয়ট কোথাকার, তাদের শুধু নিয়ে আসবি।

(চাপরাশির প্রস্থান।

(আবার চাপরাশি আসিয়া সেলাম দিল)

চাপ—বাবু একটা বাঙ্গালী বাবু এসেছেন, কিছুতেই শুনছেন না—বলছেন যত টাকা লাগে কাপড় আমার চাই।

হর—আচ্ছা যা নিয়ে আয়।

(চাপরাশির প্রস্থান ও প্রবেশ করিল দেবনাথ রায়, বয়স মাঝামাঝি)

দেব—নমস্কার স্যার।

হর—বসুন।

দেব—আপনার লোক যে স্যার ঘরে ঢুকতে দিতেই চায় না।

হর—না, আমি বারণ করেছি।

দেব—কেন স্যার, আমাদের অপরাধ ?

হর—আরে মশাই জানেন তো কাপড়-চোপড় আগে থেকে অনেক কম হচ্ছে, তবুও আমাদের যতদূর ক্ষমতা আমরা সকলকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করি।

দেব—ঠিকই তো স্যার।

হর—যারা পায় না তারা ভয় দেখায়, মশাই যেন আমরাই অপরাধী।

দেব—আরে ছো-ছো-ছো—হা-হা-হা, আপনাকে আবার ভয় দেখায়, কাপড় একেবারে বন্ধ ক'রে দিন স্যার।

হর—হ্যাঁ, এবার তাই করব। বোঝেনি তো কাপড় নিতে গেলে—

দেব—কি যে বলেন স্যার, এই ব্যবসা ক'রে খাচ্ছি, ও স্যার কর্ত্তেই হবে। ডান হাত বাঁ-হাত না করলে কি আর এই বাজারে ব্যবসা চলে।

হর—যারা এইসব কথা বোঝে আমরা তাদেরই কাপড় দিই। আর যারা না বোঝে—

দেব—তারা কোনদিন পাবে না স্যার।

হর—কত কাপড় চাই আপনার ?

দেব—সে স্যার আমি আর কি বলবো—যা আপনার অভিরুচি তবে নিদেন (হাত উঁচু করিয়া)।

হর—একেবারে পাঁচ বেল !

দেব—তা স্যার—না দিলে কি চলে ?

হর—ব্যবস্থা—

দেব—ওসব বিষয়ে আমি এক কথার লোক স্যার, একেবারে যা বলবেন তাতেই হ্যাঁ, তবে বোঝেন তো।

হর—বেশ, বেশ, আপনি পাবেন, আর ইয়ে, হ্যাঁ, আজ সন্ধ্যের পর আমার বাসায়—

দেব—সে স্যার আর বলবেন না, আর দেশ থেকে কিছু কচু পাটালিও এনেছিলাম ছেলেপিলের জন্যে।

হর—বেশ বেশ তালে সন্ধ্যের পর।

দেব—আচ্ছা স্যার চলি তাহলে এখন, নমস্কার।

হর—হ্যাঁ, নমস্কার—আসুন। হা-হা-হা।

চাপ—বাবু আর এক বাবু এসেছেন।

হর—পাঠিয়ে দে।

(চাপরাশির প্রস্থান ও প্রবেশ করিবে নিশিকান্ত। চেহারায় একটা সরল ভাব।)

নিশি—নমস্কার।

হর—নমস্কার বসুন।

নিশি—কাপড়-চোপড় কিছু না দিলে স্যার, ব্যবসা যে বন্ধ হয়ে যায়।

হর—তা আমি কি করবো বলুন ?

নিশি—গরীব মানুষ, এই ব্যবসা থেকেই সংসার চালাই, ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেলে ছেলেপিলে না খেয়ে মারা যাবে।

হর—ব্যবসা বন্ধ করবেন কেন ? এই তো লাভের সময়, চারগুণ পাঁচগুণ লাভ ক'রে নিন্।

নিশি—না স্যার, ওভাবে ব্যবসা চালাতে গিয়ে শেষে গরীব মানুষ মারা যাব। আমার ঐ অল্প লাবি ভালো।

হর—ওভাবে ব্যবসা না চালালে কাপড় কোথাও মিলবে না নিশিবাবু।

নিশি—কাপড় না দিলে স্যার, ছেলেপিলে নিয়ে পথে দাঁড়াতে হবে। (হরবিলাসের পায় কাছে নত হইয়া) আপনারা যদি একটু দয়া না করেন।

হর—(সরিয়া গিয়া) মেয়েছেলের মত বিনিয়ে বিনিয়ে

বলে কোন লাভ নেই—আমার যা বলবার বলে দিইছি।

নিশি—গরীব মানুষ, টাকা কোথায় পাব বলুন, যে আপনাদের সন্তুষ্ট করব। আপনাদের ও পেট কি আমরা ভরতে পারি।

হর—যারা পারে তারাই পায়।

নিশি—আর আমরা আপনার দেশের লোক—আপনাদের অন্যায় স্বার্থসিদ্ধির জন্য না খেয়ে একটি সংসার মরে যাবে এই আপনি চান ?

হর—কেন বাজে বকছেন, কাপড় নেই যান।

নিশি—স্যার, বাচ্চা-কাচ্চা—

হর—আপনি দারোয়ান ডাকতে বাধ্য করবেন।

নিশি—না দারোয়ানের হাতে আর অপমানিত হতে চাইনে—আমি নিজেই যাচ্ছি।

তৃতীয় দৃশ্য

(মাড়োয়ারীর দোকান। দোকানের আয়তনের তুলনায় মাল এক-রূপ নাই বলিলেই হয়। দু-চার জোড়া কাপড় এখানে সেখানে পড়িয়া আছে; কোনটি ছিন্ন কোনটি মলিন, সাধারণ খরিদ্দারেরা দূর হইতে দোকানের অবস্থা দেখিয়া যাহাতে ফিরিয়া যায়—দোকানের একস্থানে মাঝামাঝি বসিয়া আছে কানাইয়ালাল—সামনে একটি ছোট বাক্স।)

কানাইয়া—কানুবাবু—আরে এ কানুবাবু—

(প্রবেশ করিল এক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক, দেখিলেই বোঝা যায় দোকানের কর্ম্মচারী)

কানু—আজ্ঞে আমায় ডাকলেন ?

কানাইয়া—মিলমে যো মাল আইলো ওতো ঠিক জাগয়ায় রাখছে ?

কানু—আজ্ঞে সে সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, এমনভাবে গুদোমে তুলে দিয়ে এসেছি যে কাক-পক্ষীতেও জানতে পারবে না।

কানাইয়া—দালাল লোককো বোল দেবেন কি কাপড়াকি জোড়াপর ব্লাক হবে এক রুপেয়া, কায়ে পাঁচশো রুপেয়া ঘুস দিয়াগিয়া—আউর দালাল লোক টাকামে দু'আনা পায়গা।

কানু—আজ্ঞে তাই বলে দিচ্ছি।

(প্রস্থান)

কানাইয়া—আরে পাঁচশো রুপেয়া তো লেয়া—হামারাও হাজার লাভ হবে। মরবে কোন্? বুড়বাক্ গরীব আদ্‌মি, হা-হা-হা।

(বাক্স খুলিয়া পয়সা-কড়ি গুনিতে লাগিল, এমন সময় প্রবেশ করিল বেণী কুণ্ডু বয়স ৪০, ৪৫। পাকা ব্যবসাদার)

বেণী—রাম, রাম কানাইবাবু।

কানাইয়া—আরে রাম রাম, বেণীবাবু যে, হাপনাকে বহুদিন দেখে না।

বেণী—কেমন করে আর দেখবেন বলুন, সেই তো দু-মাস আগে যা কাপড় দিলেন—আর তো দিলেন না।

কানাইয়া—হ্যাঁ, আবি জরুর দেবে। বেণীবাবু সেবার লাভ কত হলো?

বেণী—তা মন্দ হয়নি। আপনাদের কাছ থেকে তো জোড়া প্রতি আট আনা বেশী দাম দিয়ে কিনে নিয়ে গেলাম—

কানাইয়া—সেবার তোমাকে খুব সস্তামে দিলো।

বেণী—আমি গড়ে আট আনা বেশী দামে বিক্রী করলাম।

কানাইয়া—ব্যস, ব্যস, এহি তো চাহে। বেণীবাবু তুমি ঠিক কারবারী আছ, কেতো কাপড় লিবে?

বেণী—এই ধরো দুশো জোড়া ভালো ধুতি আর একশো জোড়া ভাল শাড়ী।

কানাইয়া—মোটা কাপড় লিবে না বেণীবাবু—হা-হা-হা। বেশী দামমে মুস্কিল হবে।

বেণী—বোঝেনি তো সব।

কানাইয়া—হাঁ, শোন বেণীবাবু, কাপড় তোমায় দেবে, কিন্তু জোড়ামে এবার এক টাকা বেশী লাগবে।

বেণী—বড্ড যে বেশী হয়ে যাচ্ছে।

কানাইয়া—কি করবে হামি বেণীবাবু, পাঁচশো রুপেয়া ঘুস দিলো।

বেণী—কিছু কম করে—আমার তো…

কানাইয়া—কোথা বলবে তো কাপড় মিলবে না, বিক্রিকা বাত

বলছো—আরে তুমি পাকা লোক আছো—তুমি তো ডবল মে বেচবে।

বেণী—যখন শুনবেই না দাও—বিক্রী ঠিকই হবে।

কানাইয়া—বেশী রুপেয়া যো দিবে সে কালা গলিমে জমা দিবে, আর মিলের যো দাম আছে সে এখানে দিবে, কেসমেমো মিলবে।

বেণী—আরে সে তো জানি—তুমি কি কাঁচা ছেলে যে বেশী দাম নিয়ে সেই দামেরই ক্যাসমেমো দেবে।

কানাইয়া—ও তুমি তো পাকা লোক আছ—হা-হা-হা।

বেণী—হ্যাঁ বাবা বেশ বুঝলাম। (স্বগতঃ) কিন্তু এই যে তিনশো টাকা বেশী দিচ্ছি, বেণী কুণ্ডুও ছ'শো টাকা শুদে আসলে তুলবে; মরবে যারা মরুক।

কানাইয়া—মালটা কখন লিবে।

বেণী—এখন যদি দাও তো সুবিধা হয়।

কানাইয়া—আবি তো সুবিস্তা হোবেনা, সামকো আসবে কাপড়া দোকানমে মিলবে।

বেণী—বেশ তাই আসবো। একটু এবার দেখেশুনে দিয়ো।

কানাইয়া—আরে কারবার কি নয়া করছো—যাও।

বেণী—আচ্ছা চলি, রাম রাম।

[প্রস্থান ।

(বেণী কুণ্ডু প্রস্থান করিতেই আসিয়া প্রবেশ করিল বৈদ্যনাথ)

বৈদ্য—কি খবর কানাইয়ালাল বাবু?

কানাইয়া—আরে বদি বাবু যে, রাম রাম! বৈইঠে।

বৈদ্য—হাঁ বসছি। দোকানে যে কাপড়-চোপড় কিছুই নেই?

কানাইয়া—কাপড়া হিয়া রেখে ঝঞ্ঝাটমে পড়বে, কেতো ইন্সপেক্টর পুলিশ আছে।

বৈদ্য—ও তালে কাপড় তোমার আছে।

কানাইয়া—কিছু না রাখলে দোকান তো বন্ধ করতে হোবে।

বৈদ্য—তাহলে দোকানে যে কতকগুলো ছেড়া ময়লা কাপড় রেখেছ ও বুঝি শুধু খদ্দের ফিরোবার জন্য।

কানাইয়া—তুমি তো লেড়কা মতো কোথা বোলছ।

বৈদ্য—হ্যাঁ ঠিক কথাই বলছি। যাক্ আমায় কিছু কাপড়-চোপড় দিতে পার?

কানাইয়া—হ্যা দিতে পারি, কিন্তু জোড়ামে দু-টাকা বেশী লাগবে।

বৈদ্য—(চমকাইয়া) কি বললে কণ্ট্রোল রেটের ওপর জোড়ায় দু-টাকা, তার মানে তুমি ব'লতে চাও যে ও কাপড় আমায় বিক্রী করতে হবে—আরো আট আনা বেশীতে, অর্থাৎ কণ্ট্রোল রেটের ওপর আড়াই টাকা।

কানাইয়া—আরে এতো সিদা কথা আছে, কারবার তো এমনিই হোচ্ছে।

বৈদ্য—ওরকম ব্যবসা আমি করতে চাই না কানাইয়ালাল।

কানাইয়া—কি করবো বোল বদি বাবু, পাঁচশো রুপেয়া ঘুস দিলো।

বৈদ্য—কেন দাও ওরকম ঘুস ?

কানাইয়া—আরে উসসে ঘাটতি কি আছে, পাঁচশো রুপেয়া দিয়া ফিন্ দু'হাজার রুপেয়া মিলেগা।

বৈদ্য—তবু সাধারণকে ঠকিয়ে এমনিভাবে পয়সা নিতে হবে।

কানাইয়া—আরে যাও বদিবাবু, কারবার করেগা তো সাধু হোবে কেন—কাপড়া তোমার মিলবে না।

বৈদ্য—কাপড় যে তুমি দেবে না, সে আমি জেনেই এসেছিলাম, তবে তোমাদের এ ব্যবসা বেশীদিন নয় কানাইয়ালাল।

কানাইয়া—আরে তুমি যাও বদিবাবু।

বৈদ্য—এখন আমি যাবো কিন্তু আবার যেদিন আসবো সেদিন হাত বেঁধে তোমাকে নিয়ে যাব।

কানাইয়া—(টাকা বাজাইতে বাজাইতে) তুমি কি ডর দেখাচ্ছ, আরে হামি সব বানা লেবে।

বৈদ্য—কিন্তু যে কড়া আমি আনবো তা কোনমতেই খুলবে না।

কানাইয়া—আরে তুমি যা বদিবাবু, যো কুছু পারো কোরো।

(বৈদ্যনাথের প্রস্থান ও ঘাসিলাল আসিয়া প্রবেশ করিবে এবং কানাইয়ার পাশে বসিবে)

কানাইয়া—আরে ভাইয়া বদিবাবু তো হামকো বহুত ডর দেখালা য়া।

ঘাসি—ওতো হামারা পাশভি গিয়াথা।

কানাইয়া—তুম কিয়া কহা ?

ঘাসি—হাম কহা ঘাসিলাল ইস কারবার বহুত দিনসে করতা হায়, সারা বাংলা মুল্লুকমে এইসা কৈ নেহি, যো উস্‌কো বন্ধ করনে সাকৃতা।

কানাইয়া—হ্যাঁ, ভাইয়া ঠিক বাতায়া। কাপড়ামে নাফা কিয়া হুয়া ?

ঘাসি—তিনশো রুপেয়া তো ঘুস পর চলা গিয়া, ফের সাতশো হামকো মুনাফা মিলা—তোমারা—

কানাইয়া—হামারাভি থোড়া বহুত হোগা। কণ্ট্রোল যব হুয়া, আদমি লোক সোচা কি ঠিক দাম পর কাপড়া মিলেগা, উস্‌মে হাম লোককো ফয়দা হুয়া।

খাসি—আরে কানাইয়া ভাইয়া—মুনাফা তো হামলোককো লিয়ে হোগা—চোরাবাজার তো হায়। মরেগা কোন্, বুড়বাক গরীব আদমি।

(উভয়ের উচ্চস্বরে হাসি)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(স্থান—শ্মশানঘাট। এখানে সেখানে কতকগুলি পোড়া কাঠ ও ভাঙ্গা কলসী পড়িয়া আছে। মঞ্চ আলোকিত হইলে দেখা যাইবে যে প্রবেশ করিতেছে রতন, তাহার কোলে পুত্রের মৃতদেহ, সাথে দুজন চাষী। রতনের চেহারা দেখিলে মনে হয় শোকে সে অর্দ্ধোন্মাদ হইয়াছে।)

রতন—মরে গেল—আমার জ্যান্ত ছেলেডা কাঁপতি কাঁপতি ম'রে গেল—অসুখি একটু বস্ত্র পালো না, ওরে সব এক এক ক'রে সব মরতি হবে (ছেলেকে নামাইয়া রাখিল।)

১ম চাষী—আবার ঐ সব বাজে কথা কচ্ছ, ওতে কিছু লাভ হবে ?

রতন—বাজে কথা কচ্ছি আমি, তুই বলিস মরবে না ? ছেলেডা মরেছে—কাড়ু তো মরবে, তারো তো অসুখ তার অঙ্গে কি বস্ত্র আছে—আর আমি কই বাজে কথা।

২য় চাষী—ওসব অমঙ্গলে কথা আর কস্‌নে রতন।

রতন—মঙ্গল হবে কাদের ? আমাদের মঙ্গল তো হতি পারে না—হবে কেমন করে ?

২য় চাষী—আবার আমাদের কষ্ট লাঘব হবে, আমরা কাপড় পাব।

রতন—কষ্ট লাঘব. হবে ? ওরে যারা এইসব রক্ত খাচ্ছে—

তারা খাবে না···তাদের ক্ষিদে কি এতো তাড়াতাড়ি মেট্‌পে, আরো খাবে—

২য় চাষী—কারা খাচ্ছে ?

রতন—কারা খাচ্ছে ? যাদের জন্যি আমার হারাধন মলো, যাদের জন্যি তুই আমি সব মরবো। ওরা যে রাক্ষস গিলে খায়ে ফেলে।

১ম চাষী—রতন তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

রতন—আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে ? কেন সত্যি কথা বললাম তাই। তোরা কষ্ট পাচ্ছিস নে, জ্বলতিছিস নে ?

২য় চাষী—মাজেবাবু ওদের শাস্তি দেবে।

রতন—(কিছুটা শান্ত হইয়া) ও সত্যি তো মাজেবাবু ওদের শাস্তি দেবে—না, সেই রক্ত ওদের পেটেরতে টানে বার করবে—না ? তখন আর কষ্ট থাক্‌পে না—আমরা শান্তি পাব।

১ম চাষী—তাই তো কচ্ছি।

রতন—(ছেলেটার দিকে নজর পড়িতেই কাতরভাবে) কিন্তু এই যে জ্বালা একি ভুলতি পারব—একি ভোলা যায় ?

(বলিয়া বসিয়া পড়িল ও ছেলেটাকে কোলে টানিয়া লইল)

২য় চাষী—রতন আর আগলে রাখিসনে, দে ওর কাজটাজ সারে ফেলি (বলিয়া উভয়ে ছেলেটাকে তুলিয়া লইল।)

রতন—নিয়ে যাবি, আমার সামনে ওরে পোড়ায়ে ফেলবি,

জ্যান্ত মরতি দেখলাম আবার পুড়তিও দেখব। (উচ্চ-স্বরে কাঁদিয়া) ওরে তা আমি কিছুতি পারব না রে, কিছুতি পারব না।

১ম চাষী—রতন তুই এখেনে বস, ওদিকে যাসনে।

(বলিয়া তাহার ছেলেটাকে লইয়া চলিয়া গেল।

রতন—(কাঁদিতে কাঁদিতে) চ'লে গেল হারাধন—আর দেখতি পাব না। বড় কষ্ট পায়ে গেল রে—মরবার আগেও কলো, বাবা, শীত যে আর সহ্যি করতে পারিনে।

(রতন মঞ্চের কোণে গিয়া বসিল ও কিছু পরে এক ব্যক্তি প্রবেশ করিল, তাহার হাতে একটি পুরাণ তোষক ও কতকগুলি ময়লা ছিন্ন বস্ত্র। ঐ ব্যক্তি প্রবেশ করিবার সাথে সাথে আর দুই ব্যক্তি প্রবেশ করিবে। একজনকে দেখিলেই বোঝা যায় শ্মশানের ডোম, নাম বিহারী, অপর ব্যক্তি গ্রাম্য চাষী।)

চাষী—বাবু ওগুলো ফেলে দেচ্ছেন, আমারে দেন, বাড়ীতে ছেলেপিলেগুলো শীতি বড় কষ্ট পাচ্ছে।

বিহারী—আরে যা ভাগ, বেটা উড়ে আসে জুড়ে বসতি চায়। এতো আমাদের নায্যি পাওনা বাবু।

চাষী—(কাতরভাবে) বাবু তুমি কারে দেবা কও—আমারে দেবা না? ওরা তো ওরকম রোজ পায়ে থাকে।

বিহারী—খুব সাবধান হয়ে কথা কস্…পাবি মানে, তোর গার জোর নাকি?

ভদ্রলোক—(চাষীর দিকে লক্ষ্য করিয়া) এ তুমি নিও না, এতে রোগীর সব ময়লা লেগে রয়েছে—আর রোগও

তেমন ভালো ছিল না, নিলে তোমার অপকার হবে।

চাষী—আমারে কচ্ছো বাবু অপকারের কথা—অপকারের সময় চলে গেছে, ঐ চায়ে দেখ এখনো ধুমো উঠতেছে। ছেলেপিলেদের অসুখ, গায় তাদের কিছু নেই—তারা ঠাণ্ডায় ম'রে যাবে—ও আমার নিতিই হবে।

বিহারী—বাবু আমরা ও চিরকাল পায়ে আসতিছি।

ভদ্রলোক—তোমরা তো রোজ নাও, ও যখন শুনবেই না—ওকেই দিই!

বিহারী—সে হয় না বাবু!

ভদ্রলোক—তালে তোমরা যা খুসী কর—আমি এই রেখে দিয়ে চ'লে গেলুম।

(প্রস্থান)

(ঐ ছেঁড়া তোষক ও কাপড় রাখিলে উভয়ে লইবার জন্য ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর চাষী বিহারীর কাছ থেকে সেগুলি উদ্ধার করিল—কিন্তু যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার দু-এক জায়গায় কাটিয়া রক্ত বাহির হইতেছে।)

চাষী—আমারে হারাবি তুই, দুঃখি কষ্টে শক্তি অনেক কমে গেছে তা নয়তো তোরে আজ দেখে নিতাম। যাই ছেলেপিলেদের তো এই দিয়েই বাঁচাই—তারপর যা কপালে আছে হবে।

(চাষী ও বিহারীর প্রস্থান)

রতন—আগুন। হুঁ-হুঁ করে আগুন জ্বলে উঠেছে।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য

(বস্ত্র-বিতরণ কেন্দ্র। মঞ্চ আলোকিত হইলে দেখা যাইবে যে এক ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছে, তাহার সম্মুখে একখানি টেবিল—টেবিলের উপর কতকগুলি নূতন বস্ত্র রহিয়াছে, এক একজন দরিদ্র বস্ত্রহীন আসিয়া দাঁড়াইতেছে ও বস্ত্র লইয়া চলিয়া যাইতেছে, ভদ্রলোক তাহাদের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া রাখিতেছেন। এইভাবে দশ বারো জন লোক আসিয়া কাপড় লইয়া গেল ক্রমে দেখা গেল সমস্ত কাপড় ফুরাইয়া গিয়াছে, কিছু পরে আসিয়া প্রবেশ করিল রতন। ভদ্রলোকের নাম—রবীন।)

রতন—বাবু তোমরা বলে বিনিপয়সায় কাপড় দেচ্ছো ?

রবীন—হাঁ দিচ্ছি—কেন ?

রতন—পয়সা দিয়ে কাপড় কিনতি পারলাম না আর তোমরা বিনি পয়সায় কাপড় দেচ্ছো ?

রবীন—হ্যাঁ, যাতে তোমাদের কষ্ট লাঘব হয়।

রতন—অত কাপড় কি তোমরা দিতি পারবা ?

রবীন—না, তবে যতটুকু আমাদের ক্ষমতা।

রতন—তোমরা পারবা না বাবু—ঐ দু-চারখানা কাপড় দিয়ে কি এই কষ্ট লাঘব হতি পারে ?

রবীন—দেখো আমরা যেমন করছি—এরকম বহু প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য করা হচ্ছে।

রতন—যে যাই করুক বাবু, এরকম দু-চারখানায় এ আগুন নেববে না, সেই রক্ত-খাওয়ারা যে বাচে রয়েছে।

রবীন—তুমি কাদের কথা বলছ ?

রতন—চিনলে না ? যাদের জন্যি আমার হারাধন মলো,

ঘরে ঘরে আগুন জলে উঠলো তাঁদের তুমি চিনলে না।

রবীন—হ্যাঁ, তা ঠিক। সকলের সহানুভূতি ছাড়া সত্যিই এ আগুন নেবানো যাবে না।

রতন—বাবু দাও আমারে কি দেবা।

রবীন—আর কাপড় তো আমাদের নেই, যা ছিল সব দিয়ে দিইছি।

রতন—আমার কপালি খারাপ বাবু—কিন্তু তোমারে যা কচ্ছিলাম—এই দেখ আমার কষ্ট কি লাঘব করতি পারলে—আমার মতো এই রকম হাজার হাজার আছে বাবু—হাজার হাজার আছে বাবু।

(বলিতে বলিতে প্রস্থান।

রবীন—বাস্তবিকই কত সামান্য আমাদের সাহায্য, এ কষ্ট লাঘব হবে কেমন করে? ভাই যেখানে নিজের ভাইকে কষ্ট দেয়—সে দুঃখ কি সাধারণে মেটাতে পারে।

তৃতীয় দৃশ্য

(নীলমাধবের সহরের বাসা। নীলমাধব একখানি চেয়ারে বসিয়া আছে, তাহার পাশে তাহার স্ত্রী মালতী দাঁড়াইয়া আছে, মুখে চোখে একটা বিরক্তের ভাব সুস্পষ্ট।)

নীল—কি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলে যে, কি উদ্দেশ্যে আগমন তাতো জানতে পারলুম না?

মালতী—কেন এলেও কি দোষ ?

নীল—ছি, ছি, সেকথা কি আমি বলছি, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছ একটা কিছু বলে কথাবার্ত্তা সুরু করতে হবে তো ? তোমার চোখ মুখের ভাব যা দেখছি।

মালতী—থাক, আর চোখমুখের ভাব দেখতে হবে না। চাকরী তো করছ, সাহেব তো হয়েছ—কিন্তু যে জন্যে চাকরী নিলে তার কি কল্লে ?

নীল—আমার যা কাজ তাতো ঠিকই করছি।

মালতী—কিন্তু চাকুরী নেবার আগে শুনলাম যে, গ্রামের লোকের কাপড়ের অভাব, দেশের লোকের কাপড়ের অভাব মোচনকরবে, বোধহয় তাদের অভাব কেটে গেছে ?

নীল—মালতী তুমি কথায় কথায় আমাকে আঘাত করো। তুমি ভাবো, আমি তাদের জন্য কোন চেষ্টাই করি না শুধু শুধু ঘুরে বেড়াই—ভণ্ডামি করি, কিন্তু তুমি বোঝ না, যেখানে বহু লোক দোষী হয়, তাদের দমন করতে হ'লে সময় ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন হয়। তারা আমার তোমার মত সাধারণভাবে জীবন কাটায় না—তারা লোককে ঠকিয়ে ব্যবসা করে।

মালতী—ওসব কথা আমি বুঝি না, এদিকে অঙ্গে যে কাপড় নেই।

নীল—অনেক দিন তো শুনেছি আর উত্তরও ঠিক একই ভাবে দিচ্ছি।

মালতী—তালে কাপড় কি দেবে না ?

নীল—ছি, মালতী তুমি সামান্য কষ্টেই এমনিভাবে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেল একবার ভেবে দেখ তো আমার গ্রামের কথা, চাষীদের কথা, তোমার চেয়ে কত কষ্ট তারা পাচ্ছে ; শীতে তাদের বস্ত্র নেই, ঠাণ্ডায় অসুখে কত মারা যাবে। আজ সামান্য নিজের স্বার্থের জন্য কি তাদের উপেক্ষা ক'রে অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে পারি ?

মালতী—ও অন্যায় চিরকালই থাকবে।

নীল—অন্যায় কি কখনও চিরদিন মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে পারে ? তাকে যে সরে দাঁড়াতেই হবে নিয়মের পথ করে ; তা না হলে কি তুমি আমি বাঁচতুম, সৃষ্টি ধ্বংস হ'য়ে যেত না ?

মালতী—কিন্তু এভাবে যে থাকা যায় না (কাঁদিয়া ফেলিল)।

নীল—(মালতীকে কাছে টানিয়া) তুমি কাঁদছো মালতী, তুমি যে কষ্ট পাচ্ছো তা কি আমি বুঝি না, আমাকে কি তুমি এত অমানুষ ভাবো ? কিন্তু এ কষ্ট আর আমাদের থাকবে না, আজ সাধারণের মধ্যে একটা জাগরণ এসেছে, মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থের জন্য যে সাধারণে এত কষ্ট পাচ্ছে এ তারা বুঝতে শিখেছে, তারা এ চোরাবাজার বন্ধ করবে, দেশের শান্তি ফিরিয়ে আনবে। আর সাধারণে সাহায্য না করলে আমরাই বা কি কর্ত্তে পারি বল ?

মালতী—বেশ তাই যদি হয়, আমি আর তোমায় বিরক্ত করব না।

নীল—বিরক্ত আমি হই না মালতী, বড় কষ্ট হয়, কেন জানো? তুমি আমার পরে আস্থা হারিয়ে ফেল। আমার পরে যে এতবড় একটা কর্ত্তব্যের বোঝা রয়েছে এর কোন সহানুভূতি তোমার কাছ থেকে পাই না, তাই বড় একা—বড় নিঃস্ব লাগে।

মালতী—বেশ, আমি এখন থেকে তাই করবো।

নীল—হ্যাঁ মালতী, এইতো চাই, আমার কাজের প্রেরণা তুমি জাগিয়ে দেবে, দেখবে কত বেশী উৎসাহ নিয়ে আমি কাজ করছি।

মালতী—তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

নী—ছি, মালতী তুমি কিছু অন্যায় করনি। কখনও এরকম কষ্ট তো পাওনি তাই খারাপ লাগে, ধৈর্য্য হারিয়ে ফেল, এতে দুঃখ করবার কি আছে? আজ যে আমি কত সুখী তা আমিই জানি। (বাহির হইতে কড়া নাড়ার শব্দ পাইয়া) তুমি ভেতরে যাও মালতী, কারা যেন আসছে।

। মালতীর প্রস্থান।

আসুন, ভেতরে আসুন।

(বৈদ্যনাথ প্রবেশ করিল)

বৈদ্য—নমস্কার, স্যার।

নীল—নমস্কার, বসুন।

বৈদ্য—আমি একজন আসামী নিয়ে এসেছি।

নীল—কিসের ?

বৈদ্য—এখানকারই একজন বড় কারবারী, আমারই একজন লোকের কাছে বেশী দামে কাপড় বিক্রী করেছে। যে কাপড় কিনেছে তাকেও নিয়ে এসেছি।

নীল—বেশ, ভেতরে ডাকুন।

বৈদ্য—ভেতরে ডাকার আগে আমার কয়েকটা কথা আছে।

নীল—বলুন।

বৈদ্য—আমি একজন নিজেও কাপড়ের ব্যবসায়ী—তবে এই ভাবে দেশের লোককে ঠকিয়ে পয়সা নেওয়াকে ঘৃণা করি, সুতরাং এর যাতে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয়, আমি তাই চাই।

নীল—সেতো খুব আনন্দের কথা। আপনাদের সকলের সহানুভূতি না পেলে আমরাই বা কি করি ?

বৈদ্য—হ্যা স্যার, সেইজন্যেই তো আপনার কাছে আসা. আমি যাকে নিয়ে এসেছি এর আগে ব্যবস্থা করুন ; এরপর আপনাকে আরও কয়েক জায়গায় নিয়ে যাবো। যাদের কোনদিন আপনারা সন্দেহ করতে পারেন না অথচ আমি আপনকে দেখিয়ে দেব, তারা কতবড় শয়তান।

নীল—বেশ আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

বৈদ্য—আমরা ব্যবসাদার, ব্যবসার আটঘাট আমরা যতো

জানি আপনারা তা কি করে জানবেন বলুন। আচ্ছা এবার আমি ওদের ভেতরে নিয়ে আসি।

। কানাইয়া ও এক ভদ্রলোক প্রবেশ করিল, তাহার হাতে একখানি বস্ত্র।

কানাইয়া—আরে Inspector বাবু যে, রাম, রাম।

নীল—কেন ঠিক যেন চিনতে পারছনা ?

কানাইয়া—আরে বাবুজি দেখো, কেইসা মুস্কিলমে পড়গিয়া।

নীল—মুস্কিল তো এখন হবেই। কিন্তু তোমার কথাবার্ত্তা এমন ভাবে বোলছ যে, এরকম কারবার তুমি প্রথম করছ ?

কানাইয়া—হাঁ বাবু, কভি নাহি কিয়া, কসুর হো গিয়া বাবু, মাপ করলিজিয়ে।

নীল—মাপ করবো তোমাদের, আজ তোমাদের জন্যে আমার দেশবাসীরা বস্ত্রহীন—কারো অঙ্গে একটুকরো বস্ত্র নেই।

কানাইয়া—(চুপিচুপি) বাবু যেতনা চাহিয়ে, হামি খুসী করবে।

নীল—চোপরাও, তোমাদের আস্পার্দ্ধা সহ্যতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে, ভদ্রতার অযোগ্য তোমরা।

কানাইয়া—বাবুজি মাপ করলিজিয়ে (কাঁদিয়া ফেলিল)

নীল—ফের আবার, মাপ করবো তোমাকে—দেশের বস্ত্রহীন নরনারী আমাদের মুখের পর চেয়ে রয়েছে যে, আমরা

চোরাবাজার বন্ধ করবো, আবার তারা বস্ত্র পাবে—আর সামান্য টাকার লোভে তুমি ভাব কানাইয়া আমার মনুষ্যত্ব বিক্রয় করবো, চলো। (বলিয়া ঠেলা দিল) হ্যাঁ, কাপড়ের দাম আপনার কাছ থেকে কতো বেশী নিয়েছে ?

ভদ্রলোক—জোড়ায় চার টাকা বেশী।

নীল—কোন ক্যাসমেমো দিয়েছে ?

ভদ্রলোক—আজ্ঞে না, চাইলে বোললো—ওসব চাইলে কাপড় মিলবে না।

নীল—আচ্ছা চলুন, চলো কানাইয়া জীবনে যাতে তোমাদের আর এ ব্যবসা না চালাতে হয় তার ব্যবস্থা করিগে। দেশের বস্ত্রহীন নরনারীর কাছ থেকে পয়সা গুণে নিয়ে যে আনন্দ পেয়েছ তা সুদে আসলে দিতে হবে।

কানাইয়া—(পা জড়াইয়া) বাবুজি।

নীল—ওঠো, উঠে দাঁড়াও। তোমার ঐ একফোঁটা চোখের জল দেখে এ মন ভিজবে না, হাজার হাজার অশ্রু থেকে দিন রাত্রি তোমাদের জন্য জল ঝরে পড়ছে—আর তুমি টাকা দিয়ে কেঁদে আমাকে সেই ব্যথা ভোলাতে চাও—চলো।

বৈদ্য—কানাইয়া হা—হা—হা—সেদিন তোমাকে বলেছিলুম না যে এমন কড়া পরিয়ে দেব যা টাকার অঘাতে ভাঙ্গবে না। কেঁদোনা ভাই দুঃখ করবার কিছু নেই, তোমার

বন্ধু-বান্ধব যারা আছে ঘাসিলাল ও হরবিলাস সবাইকেই দু-এক দিনের মধ্যেই কাছে পাবে—বেশ নিশ্চিন্ত আরামে তিনজনে মিলে অদূর ভবিষ্যতে চোরাবাজারের আর একটা নূতন প্লান ঠিক করবে—হা—হা—হা।

চতুর্থ দৃশ্য

[রতনের কুটীর। মঞ্চ আলোকিত হইলে দেখা যাইবে যে কাদু অসুস্থা অবস্থায় শায়িত ও রতন একখানি নূতন কাপড় ও লেপ লইয়া প্রবেশ করিতেছে]

রতন—কাদু এই দেখ তোর জন্যি নূতন কাপড় আনিছি—লেপ আনিছি।

কাদু—একি সেই কাপড় যে কাপড়ের কথা তুমি কইলে ?

রতন—হ্যা, কাদু এই সেই কাপড়।

কাদু—তালি আগে যা আনে দিইলে ?

রতন—সে আর শুনিসনে কাদু···

(কাদুর পুরান তোষক ফেলিয়া দিয়া নূতন লেপ গায়ে দিয়া দিলো ও কাপড়খানি হাতে দিল, কাদু কিছুক্ষণ কাপড়খানি দেখিলো। কিন্তু পরমুহূর্তে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।)

কাদু—আমি আজ নূতন কাপড় পরব, গ্রামের সব ছেলেরা নূতন কাপড় পায়ে আনন্দ করতেছে আর আমার হারাধন···

রতন—কানু তুই আবার আরম্ভ করলি, ওরকম করলি যে মরে যাবি, তোর যে অসুখ, হাঁ শোন কানু, রামপোদ্দারের দোকানে কত কাপড় আসে গেছে, মাজেবাবু নিজে থাকে সব কাপড় দেওয়াচ্ছেন। তোরে আরো কত কাপড় আনে দেব—আর কষ্ট পাবিনে।

কানু—বোঝলাম তা, কষ্ট আমার লাঘব হলো কিন্তু বুকের ব্যথা তো লাঘব হলো না।

(বাহির হইতে রতনকে কে যেন ডাকিতে লাগিল। রতন বাহির হইয়া গেল এবং পুনবায় যেমন প্রবেশ করিল তখন তাহার সহিত নীলমাধব, রামপোদ্দার ও গ্রামের দশ, বার জন চাষীও প্রবেশ করিল।)

রতন—মাজেবাবু আসেন, কি ভাগ্যি আমার, বসেন। অনেকদিন পর আলেন।

নীল—হ্যাঁ, এই কাজের গণ্ডগোলে আর আসা হয়ে ওঠেনি তারপর কাপড় পেলে তো ?

রতন—হ্যা বাবু, পালাম কিন্তু বড্ড দেরীতে পালাম।

নীল—কী করবো বল—চেষ্টার কি আমি ত্রুটি করেছি ?

রতন—না বাবু আপনার কি দোষ, দোষ আমার কপালের। তা নয়ত আজ গ্রামের ছেলেপিলেরা নতুন কাপড় পায়ে ফুর্ত্তি করতেছে আর আমার হারাধন শীতিতি মরে গেল—অসুখের সময় একটা কিছু গায়ে দিয়ে দিতি পারলাম না। (গলা তাহার ভারী হইয়া আসিল)

নীল—রতন, দুঃখ করে কি করবি বল ? তোর হারাধনের

মত ওরকম অনেক ভাইকে আমরা হারিয়েছি, আর আমাদের নিজেদের লোকের জন্যিই হারিয়েছি।

রতন—সবি কপাল বাবু, দেখি এখন কাতুরি যদি বাচাতি পারি। কিন্তু বাবু এরম কষ্ট আর পাবনা তো?

নীল—তাই যাতে না পাই সেই চেষ্টাই করতে হবে। আচ্ছা তালি তোমাদের সবাইকে কয়েকটা কথা বলি।

রতন—বলেন।

নীল—আমাদের পর দিয়ে কাপড়ের জন্যে অনেক দুঃখু কষ্ট গেছে, মরে ছেড়েও গেছে।

রাম—হ্যা বাবু তা গেছে।

নীল—যারা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে তাদের আর আমরা পাব না, তবু আমরা কাপড় পেয়ে যে আনন্দ করছি এর প্রত্যেক মুহূর্তই তাদের সেই কষ্টের কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

রতন—তা কি আর না হয়ে যায় বাবু, সে কি ভোলার?

নীল—তা ভোলা যায় না রতন, আর তা আমরা ভুলতেও চাই না, তাদের সেই কষ্টের কথা মনে করে আমরা শক্ত হয়ে দাঁড়াব। ভবিষ্যতে আর যাতে আমাদের ওরকম কষ্ট না হয় সেই চেষ্টাই করবো।

রাম—কি ভাবে করবো?

নীল—যদি আমাদের আবার ওরকম দিন আসে তখন আমরা সকলে সকলের সাহায্য করবো। বেশী দাম দিয়ে

কাপড় কিনে চোরাবাজারের প্রশ্রয় দেব না—আর যারা এ করবে বা করবার সহযোগীতা করবে, তাদের আমরা শাস্তি পাওয়ার ব্যবস্থা করবো—গভর্ণমেণ্টকে আমাদের দুঃখ কষ্ট ও কী করলে তা লাঘব হতে পারে জানাব। কিন্তু এসব করতে হলে প্রথমে আমাদের এক হতে হবে—নিজেদের ঝগড়াঝাটী মারামারি ভুলে গিয়ে জাতিভেদ ভুলে গিয়ে ভাইয়ের মত সবাইকে মনে করতে হবে।

রাম—তা বাবু যা কয়েছে—আমরা যদি একসাথে মিলেমিশে থাকতি পারি, সবাইর দুঃখু যদি নিজির দুঃখু বলে মনে করতি পারি তবে আমাদের আর কষ্ট হতি পারে না।

সকলে—মাজেবাবু যা বললেন, আমরা সবাই প্রতিজ্ঞা করতিছি আমরা তাই করবো, দেখি কেডা আমাদের কষ্ট দেয়!

—যবনিকা—